দৈনিক ইনকিলাব

15 JAN 1988
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3 ...

23

শিক্ষাঙ্গন

ছাত্রদের দায়িত্ব

আজকের ছাত্র-ছাত্রীরাই দেশের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। কেননা, আজকের ছাত্র-ছাত্রীরাই পরবর্তীতে দেশের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে। সুতরাং তারা যদি সৎ ও অধ্যবসায়ের সাথে পড়াশুনা করে গড়ে উঠে, তবেই দেশের মঙ্গল। যে দেশে বা সমাজে ছাত্র জীবনের গঠনপদ্ধতি যত উন্নত, সেই দেশে বা সমাজ তত বেশী উন্নত। জীবন গঠনের উৎকৃষ্ট সময় ছাত্র জীবন। এই সময়টি অবহেলায় কাটিয়ে দেয়া উচিত নয়। বিলাস, অসংযম, ঔদ্ধত্ব প্রভৃতি দোষগুলো পরিহার করা উচিত ছাত্র জীবনে। কিন্তু, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ায় মনোযোগী না হয়ে রাজনীতির নীল নকশায় জড়িয়ে পড়ছে এবং রাজনৈতিক নেতাদের হাতিয়ার হচ্ছে। ফলে, বিদ্যা শিক্ষা থেকে তারা পিছিয়ে পড়ছে। আবার শিক্ষাঙ্গনে নিত্য-নতুন বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠছে এবং যে উদ্দেশ্যে এগুলো গড়ে উঠছে তা বাস্তবায়িত না হলে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। ফলে, শিক্ষাঙ্গনগুলো নৈরাজ্যপুরীতে পরিণত হয়েছে। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান কর্তব্য রাজনীতিতে জড়িয়ে না পড়া এবং শিক্ষাঙ্গন কলুষমুক্ত রাখা। দেশের আভ্যন্তরীণ পারস্পরিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ছাত্র সমাজ যে আন্দোলন, বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে তার পরিণাম ভয়াবহ। এতে ক্ষতি হয় পরিবারের। যারা দলীয় স্বার্থের জন্য ছাত্রদের পরিচালনা করেন, তারা নির্মম মৃত্যু ও আহতের জন্য জানায় শুধু সহানুভূতি। আবার ভার্সিটি বন্ধ করে রাখা হয় দীর্ঘকাল।

৩/৪ বছরের কোর্স ৬/৭ বছরেও শেষ হয় না। এর ফলে, অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। কত পিতা-মাতা জমি বিক্রি করেও ছেলেকে পড়ায় কিশের আশায়? ছেলেকে রাজনীতির নীল নকশায় জড়িয়ে জেলে পাঠাবার জন্য না-কি লাশ বানানোর জন্য? ছাত্র-ছাত্রীদের সব সময় সৎ কাজে জড়িত থাকতে হবে। যা করলে ব্যক্তি, সমাজ তথা রাষ্ট্র উপকৃত হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং গ্রামের উন্নয়নমুখী কাজে তাদের অংশগ্রহণ করতে হবে।

খেলাধুলা করা প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্যই কর্তব্য। কারণ এতে শরীর ও মন ভালো থাকে। যে ছাত্র সমাজ একদিন শুভ্রতার প্রতীক ছিল। সেই ছাত্র সমাজের এক ব্যাপক অংশ আজ নৈতিক অবক্ষয়ের শিকারে পরিণত হয়েছে। তারা পরীক্ষার হলে নকলের আশ্রয় নিচ্ছে এবং বিলাসিতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। অনেকে আবার লুটতরাজ, মারামারি, ছিনতাইয়ের মত ঘৃণ্য কাজেও জড়িয়ে পড়ছে। আসলে এরা সবাই একটি অবস্থার শিকার। আজ আমরা নৈতিক অবক্ষয়ের মুখোমুখি হয়েছি। যার ফলে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার উপক্রম। নৈতিক অবক্ষয়ের সীমাহীন দৌরাত্ম্য আমরা সমাজের প্রতিটি পাতায় দেখছি। কিন্তু বর্তমান নৈতিক অবক্ষয় কোন আকস্মিক কার্যকারণের ফল নয়। অর্থনৈতিক সংকট, সুশিক্ষার অভাব, নৈতিক শিক্ষার অবহেলা, আত্মপ্রত্যয়ের অভাব প্রভৃতি কারণের মধ্যে নিহিত রয়েছে নৈতিক অবক্ষয়ের উপাদান। এই অবক্ষয় রোধে ছাত্র সমাজের এক অসাধারণ ভূমিকা রয়েছে। এ অবস্থা থেকে ছাত্র সমাজকে তাড়াতাড়ি মুক্ত করতে হবে। এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে শুধু ছাত্র সমাজই না, দেশের প্রতিটি নাগরিকই উপকৃত হবে। হাতে হাত মিলিয়ে তাদের এগিয়ে আসতে হবে। ছাত্ররা যাতে ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদী হয়ে উঠতে পারে, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এগিয়ে আসতে পারে এমন ব্যবস্থা সরকারকে এখনই গ্রহণ করতে হবে। তাহলে ছাত্ররা পড়াশুনায় নিবিষ্ট হবে এবং পরীক্ষা বর্জনের কথা ভাববে না। অবক্ষয় রোধ একটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অথচ কঠিন কাজ। তাই কালক্ষয় না করে এককাজে ছাত্র সমাজকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ততই মঙ্গল। ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তকের সাথে শিক্ষামূলক বই পড়তে হবে। অধ্যয়নের ব্যাপারে তাদের অধিক পরিশ্রমী হতে হবে। পরীক্ষায় যাতে নকল করতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে পড়াশুনা করতে হবে। এসব যদি আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা অনুসরণ করি তাহলে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর জীবন সুন্দর হবে এবং দেশ হবে উপকৃত।

—আফরোজা ইসলাম